



49987 - যবে ব্যক্তরি কডিনি বকিল হয়ে গেছে সে কভিবে রোযা রাখবে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তরি কডিনি নিষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রতদিনি তার ডায়ালসেসি করতে হয় সে কভিবে রোযা রাখবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞেসে করা হয়েছে (১০/১৯০): কোন ব্যক্তরি রোযা-রাখা অবস্থায় তার ডায়ালাইসিস করা হলে রোযার কি কোন ক্ষতি হবে?

জবাবে তাঁরা বলেন: ডায়ালাইসিস কভিবে করা হয়, ডায়ালাইসিস এর সাথে অন্য কোন ধরণে ক্যামকিলে মশোনো হয় এবং এ ডায়ালাইসিস এর মধ্যে কি কোন খাদ্যদ্রব্য আছে, এ বিষয়গুলো জানানোর জন্য রয়িদস্থ কথি ফয়সাল স্পেশাল হাসপাতাল ও সামরিক হাসপাতালে পত্র দয়ো হয়েছে, উত্তরে তারা জানান যে, ডায়ালাইসিস বলতে বুঝায় রোগীর শরীরে সব রক্ত বরে করে একটা যন্ত্রে (কৃত্রিম কডিনী) প্রবশে করানো এবং রক্তকে শোধন করা এরপর পুনরায় দহে প্রবশে করানো। কিছু কিছু ক্যামকিলে ও খাদ্য উপাদান রক্তে ঢুকানো হয়; যমেন সূগার ও লবণ জাতীয় দ্রব্য।

ফতোয়া কমটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেসে করার মাধ্যমে ডায়ালসেসি এর করার পদ্ধতি অবগত হওয়ার পর ফতোয়া দয়িছেনে যে, উল্লেখিত ডায়ালসেসি এর মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হবে।

আল্লাহই উত্তম তাওফিকিদাতা।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছে:

যবে ব্যক্তরি কডিনি ডায়ালসেসি করা হচ্ছে রক্ত বরে হওয়ার কারণে তার ওজু কি ভঙ্গ হবে? ডায়ালসেসিকালে সে কভিবে রোযা রাখবে, কথিবা নামাযের সময় হলে নামায পড়বে?

উত্তরে তিনি বলেন:

ওজু ভঙ্গ হবে না। আলমেদেরে মতামতগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে- শুধু দুইটি পথ ব্যতিরেকে মানুষেরে দহেরে অন্য কোন স্থান থেকে কিছু বরে হলে ওজু ভাঙবে না। পায়ুপথ ও মূত্রপথ দয়িে কিছু বরে হলেই ওজু নিষ্ট হবে। সটো পশোব হোক



কথিবা মল হোক কথিবা বায়ু হোক। এ দুই পথ দিয়ে যটোই বরে হোক না কনে ওজু ভঙ্গে যাবে।

এ দুই পথ ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে কোন কিছু বরে হলে সটো কম হোক কথিবা বশেই হোক যমেন- নাক দিয়ে রক্ত পড়া, ক্শতস্থান থেকে রক্ত বারা, এতে ওজু ভঙ্গবে না। এর ভিত্তিতে বলা যায় কডিনি ডায়ালসেসি এর কারণে ওজু ভঙ্গবে না।

নামায আদায়রে ক্শতেরে অসুস্থ ব্যক্তি দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে আদায় করতে পারনে; জোহর ও আছর একত্রে এবং মাগরিবি ও এশা একত্রে। ডাক্তারের সাথে এভাবে সমন্বয় করে নবিনে যাতো করে, ডায়ালসেসি করতে অর্ধদিনের বশেই সময় না লাগে এবং ডায়ালসেসি এর কারণে ওয়াক্তমত জোহর ও আসরের নামায পড়া না যায়। যমেন তনি ডাক্তারকে বলতে পারনে, মধ্যদপুরেরে এতটুকু সময় পরে ডায়ালসেসি শুরু করবনে, যতটুকু সময়েরে মধ্যযে আমি যোহর ও আসরের নামাযদ্বয় পড়ে নতিে পারি। কথিবা বলবনে: আগভোগেই ডায়ালসেসি শুরু করুন; যাতো করে আসরেরে ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার আগে আমি যোহর ও আসর নামায পড়ে নতিে পারি। অর্থাৎ তার জন্য দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে পড়া জায়যে; তবে যথাসময়ে নামায আদায় করতে হবে। তাই, তাকে সরাসরি ডাক্তারের সাথে সমন্বয় করে নতিে হবে।

আর রোযা রাখার হুকুমের ব্যাপারে আমি দ্বিধাদ্বন্দে আছি। কখনো কখনো বলি: ডায়ালসেসি শিংগা লাগানোর মত নয়। শিংগার ক্শতেরে তো শরীর থেকে রক্ত বরে করা হয়, শরীরে কোন রক্ত প্রবশে করানো হয় না; হাদসি অনুযায়ী যা রোযা ভঙ্গকারী। পক্ষান্তরে, ডায়ালসেসি এর ক্শতেরে শরীর থেকে রক্ত বরে করে, পরসিকার করে আবার শরীরে প্রবশে করানো হয়। কনিত্তু, আমার আশংকা হয় যে, ডায়ালসেসি এর মধ্যযে এমন কিছু খাদ্যউপাদান থাকে যগুলোর কারণে পাহাহারেরে প্রয়োজন হয় না। যদি আসলেই এমন কিছু উপাদান থেকে থাকে তাহলে ডায়ালসেসি এর কারণে রোজা ভঙ্গ হবে। যে ব্যক্তিকে জীবনভর ডায়ালসেসি করতে হয় সে ব্যক্তির হুকুম হবে ঐ রোগীর মত যার সুস্থ হওয়ার আশা নাই। এমন রোগী প্রতদিনেরে রোযার পরবির্ততে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে। আর যদি ডায়ালসেসি কখনও লাগে কখনও লাগে না এমন হয় তাহলে এমন রোগী ডায়ালসেসি এর সময় রোযা ভঙ্গবনে এবং পরবর্তীতে আদায় করে নবিনে।

আর যদি ডায়ালসেসি এর মধ্যযে যে উপাদানগুলো দয়ো হয় এগুলো খাদ্য উপাদান না হয়; শুধু রক্তকে পরিশোধিত করা হয় তাহলে এটি রোযা ভঙ্গ করবে না। এমন হলে রোযা রেখে ডায়ালসেসি করা যতে পারে। এ বিষয়ে ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞেসে করতে হবে।]সমাপ্ত]

[মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২০/১১৩)]

সারকথা হচ্ছ:

যে ব্যক্তি কডিনি ডায়ালসেসি করতে বাধ্য আক্রান্ত সে ব্যক্তি তার ডায়ালসেসি এর দিনগুলোতে রোযা রাখবে না।

পরবর্তীতে যদি এ ব্যক্তি এ রোযাগুলোর কাযা করতে পারে কাযা করবে। আর যদি কাযা করতে না পারে তাহলে সে ব্যক্তির



হুকুম যবে বয়বেবুদধ ব্য়ক্ত রিযো রাখতে পারে না তার হুকুমরে ন্যায়- রযো না রখে প্ৰতদিনি একজন মসিকীনকে খাওয়াবে।